সংবাদ

তারিখ ... 21 APR 2008
পৃষ্ঠা - ৫ ... ২

ত্রিশালে আনন্দ স্কুলের কার্যক্রম চলছে কাগজে কলমে

রেজাউল করিম বাদল, ত্রিশাল (ময়মনসিংহ)

শিক্ষার সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের পড়াতে সরকারের রিচিং আউট অফ চিলড্রেন (রস্ক) প্রকল্পের অধীন ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলায় আনন্দ স্কুলের ১২৯টি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম কাগজে কলমে পুরোদমে শুরু হলেও বাস্তব চিত্র ভিন্ন। কোন কোন স্কুলের শিক্ষক নিয়োগ এখনও শেষ না হলেও ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে ১শ' টাকা করে আদায় করা হয়েছে ভর্তির জন্য। নিয়োগকৃত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের নিয়ম থাকলেও ৩ মাসেও কাউকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি। ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস শুরু না হলেও শিক্ষা অফিস ২৮ এপ্রিলের মধ্যে প্রথম সাময়িক পরীক্ষা অনুষ্ঠানের নির্দেশ দিয়েছে। এ দিকে উপজেলা শিক্ষা অফিস স্কুলের কার্যক্রম পরিচালনায়ও এখনও কোন এনজিওকে দায়িত্ব না দেয়ায় তারা ক্লাস শুরু করাতে পারেনি বলে জানিয়েছে।

সরকার, বিশ্বব্যাংক ও এসডিসির অর্থ সহায়তায় শিক্ষাবঞ্চিত ৭ থেকে ১৪ বছরের শিশুদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে আনন্দ স্কুলের কার্যক্রম শুরু হয়। ময়মনসিংহের শুধু ত্রিশাল উপজেলা ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ১২৯টি স্কুল বরাদ্দ দেয় সরকার। স্থানীয় এনজিওগুলো এসব স্কুল পরিচালনা করছে। শিক্ষা অফিসের যোগসাজশে কয়েকটি এনজিও ৩৫ ছাত্রছাত্রী নিয়ে একজন করে শিক্ষক নিয়োগ দেন।

এনজিও ও শিক্ষা অফিস প্রতিটি শিক্ষকে ৫ হাজার টাকা বিনিময়ে নিয়োগ এবং ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে ১শ' টাকা করে নিয়ে কাগজে কলমে শিক্ষা কার্যক্রমের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। প্রকল্পের দায়িত্বে নিয়োজিত কয়েকজন সহকারী শিক্ষা অফিসার মোটা উৎকোচের বিনিময়ে ৫ম শ্রেণী পাস নিলুফা ইয়াসমীন ও অষ্টম শ্রেণী পাস হালিমা খাতুনকে জাল সার্টিফিকেটের মাধ্যমে নিয়োগ দেয় বলে অভিযোগ করেছে এলাকাবাসী। আনন্দ স্কুলের সব কার্যক্রম কাগজপত্রে শেষ হলেও বাস্তব চিত্র ভিন্ন। কোন স্কুলের শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি। ক্লাস শুরু হয়নি এমনকি স্কুল কোন কোন এনজিও পরিচালনা করবে তাও ঠিক হয়নি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এনজিও কর্মকর্তা জানান, আমরা এখনও কয়েকটি স্কুল পরিচালনা করব তার দায়িত্ব পাইনি পরীক্ষা নেব কেমন করে। শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে উৎকোচ ও অনিয়মের ব্যাপারে এনজিও কর্মকর্তারা জানান, স্কুল কমিটি শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছে তবে তারা ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে ছবি তোলার জন্য টাকা নিয়েছেন বলে স্বীকার করেন। উপজেলা শিক্ষা অফিসার কফিল উদ্দিন জানান, আপাতত কোন মন্তব্য করব না। অনিয়ম পেলে শাস্তি দেব। তবে তিনি এসব ব্যাপারে অনিয়মের প্রেক্ষিতে সহকারী শিক্ষা অফিসার মোজাম্মেল হককে শোকজ করেছেন বলে জানিয়েছেন। অভিযুক্ত এটিও মোজাম্মেল হক জানান, এনজিওদের বিভিন্ন অনিয়ম ও সমন্বয়হীনতার কারণে আনন্দ স্কুলের কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। অনিয়মের দায়ে অভিযুক্ত অপর সহকারী শিক্ষা অফিসার বীণা পানি রায় জানান, আমরা অনিয়ম করিনি এনজিও ও স্কুল কমিটি সব কার্যক্রম পরিচালনা করেন। তাদের কারণে ক্লাস শুরু করতে বিলম্ব হচ্ছে।

এ ব্যাপারে উপজেলা শিক্ষা কমিটির সভাপতি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মিজানুর রহমান জানান, শিক্ষকদের নিয়োগে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ শুনেছি অভিযুক্তদের ব্যাপারে ব্যাপক নেয়া হবে।

আনন্দ স্কুলের একজন অভিভাবক কামরুল ইসলাম জানান, টাকা দিলাম ১শ'। ভর্তি ও ছবি তোলার জন্য কিন্তু এখনও স্কুলের কোন অস্তিত্বই খুঁজে পেলাম না।